যুগান্তর

7 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

নিরক্ষরতামুক্ত দেশ : নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

রবিউল ইসলাম

২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। বর্তমানে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী নিরক্ষর রয়ে গেছে। ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামে কোন বিদ্যালয়ই নেই। নতুন সরকারের আরেক প্রতিশ্রুতি হল ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিকস্তরে নিট ভর্তি ১শ' ভাগে উন্নীত করা। স্বচ্ছভাবে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ বিশেষ করে বইপত্রের মান বৃদ্ধি, ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপাত কমানোসহ অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে তাদের সামনে।

এ বিষয়ে সদ্যসমাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, সব শিশুকে স্কুলে আনা, তাদের ধরে রাখা এবং শিক্ষার মান ধরে রাখা নতুন সরকারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার বিষয়ে তিনি বলেন, এটিও একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশের ৫১ শতাংশ লোক নিরক্ষর। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হলে ২০১০ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুকে স্কুলে আনতে হবে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপদেষ্টার দফতরে তার বিদায় এবং তার সময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা কর্মসূচি নিয়ে তিনি যুগান্তরের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করছিলেন।

১১ মাসে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাজ সম্পন্ন না করতে পারায় হতাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেক কাজ করতে পারিনি। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার এবং কমিউনিটি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি। পিএসসিসহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকায় ক্যাডার করা যায়নি। আর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ের কারণে কমিউনিটি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, তার ১১ মাসের সময়ে ২৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ

দেশ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

দেশ : নিরক্ষরতা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। আরও প্রায় ৩০ হাজার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বইপত্রের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট করতে বইয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও নতুন নতুন স্কুল নির্মাণের জন্য নীতিমালাসহ বেশকিছু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি আশা করেন, আগামী সরকারও এসব কাজের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখবে।

সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চিহ্নিত করেছে, ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। তার মধ্যে প্রায় ২ হাজার গ্রাম আছে যেখানে লোকসংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন গ্রামে ২ হাজারের অধিক লোকসংখ্যা থাকলে সেখানে বিদ্যালয় নির্মাণের কথা বলা আছে। অথচ এ নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে মানা হচ্ছে না। এ বিষয়ে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ২ হাজার স্কুল করা অসম্ভব না, তবে বিরাট চ্যালেঞ্জ। বেশকিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্কুল নির্মাণের সহায়ক হবে। এছাড়া যেসব গ্রামে বিদ্যালয় নেই সেখানে বিদ্যালয় নির্মাণ করতে এনজিওকে উৎসাহিত করতে হবে। চর, হাওর বিল, পার্বত্য এলাকায় শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে এসব এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।

আগামী সরকারের করণীয় বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সরকারকে একটি বড় উদ্যোগ নিতে হবে। এর মধ্যে থাকবে শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করা, সব শিশুকে স্কুলে আনার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা উপকরণ অর্থাৎ মানসম্পন্ন বইয়ের ব্যবস্থা করা এবং মান ধরে রাখা।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে যেসব গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেসব জেলায় বিদ্যালয়হীন গ্রামের সংখ্যা অধিক সেগুলো হল— দিনাজপুরে ২৪টি, রংপুরে ২৪টি, বগুড়ায় ১৮টি, রাজশাহীতে ২৮টি, নাটোরে ৩৩টি, পাবনায় ১১৯টি, কুষ্টিয়ায় ২৩টি, ঝিনাইদহে ১৮টি, যশোরে ৩১টি, সাতক্ষীরায় ৩২টি, বাগেরহাটে ৩৭টি, জামালপুরে ৮৫টি, শেরপুরে ৩৮টি, ময়মনসিংহে ৪৫টি, নেত্রকোনায় ২৪টি, কিশোরগঞ্জে ৪১টি, টাঙ্গাইলে ৬১টি, গাজীপুরে ৬০টি, নরসিংদীতে ৬৮টি, মানিকগঞ্জে ৯৩টি, ঢাকায় ৩৯টি, ফরিদপুরে ২৪টি, মাদারীপুরে ৩৯টি, শরীয়তপুরে ৫৮টি, কুমিল্লায় ৮৯টি, চাঁদপুরে ৬১টি, লক্ষ্মীপুরে ২১টি, নোয়াখালীতে ২৫টি, ফেনীতে ৩৩টি, চট্টগ্রামে ৬৪টি, কক্সবাজারে ১৫৯টি, বরিশালে ১৮টি, পটুয়াখালীতে ২০টি, সুনামগঞ্জে ৪০টি, সিলেটে ৪৮টি, হবিগঞ্জে ৬২টি এবং মৌলভীবাজারে ৬০টি।

বর্তমানে দেশে মোট স্কুলের সংখ্যা হল ৮১ হাজার ৪৩৪টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হল ৩৭ হাজার ৬৭২টি। মোট শিক্ষকের সংখ্যা হল ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৪৪৯ জন। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হল ১:৪৯। নিট ভর্তির হার ৯১ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ৬৩ শতাংশ।